# নারী এবং সংখ্যালঘুদের ভূমি অধিকার ও নিরাপত্তা

## উপস্থাপনায়

শামসুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি

তারিখ: ৩০ মে ২০২১

সহ - আয়োজক

ALRD এএলআরডি

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

# ভূমিকা

- এদেশের পরিশ্রমী মানুষ, উর্বর ভূমি এবং অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদকে  কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধু খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

*"ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে।একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি।এর ফলে চাষীরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন ও স্বল্প জমির অধিকারী চাষীদের জন্য ব্যাপক পল্লী পুর্নগঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা।"*[সূত্র: ২৬ মে মার্চ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর বেতার ভাষণ]

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, এবং অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের ফলে প্রান্তিক কৃষক ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন।ফলে, যে একসময় নিজ জমিতে চাষ করতো, এখন সে অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন।আবার অনেকে, পেশা পরিবর্তন করে শহরে এসে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেন।

# ভূমিকা

- দেশে কর্মরত শ্রমশক্তির ৯৫.৪ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক যার ৪০.৬ শতাংশ নিয়োজিত আছে কৃষি খাতে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জড়িপ ২০১৬-১৭ প্রতিবেদন থেকে এ চিত্র পাওয়া গেছে।কৃষির মূল উপকরণ জমি হলেও প্রকৃত কৃষকের হাতে জমির মালিকানা নেই।

- অনুপস্থিত ভূ-স্বামীদের হাতে কৃষিজমির মূল মালিকানা থাকায় এবং ভূমির মালিকানা খণ্ড বিখণ্ড হওয়ায় ভূমিহীনতার প্রাদুর্ভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।কৃষি জোতের আয়তন হ্রাস পেয়েছে, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র কৃষক প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হয়েছে।

- তদুপরি কিছু বৈষম্যমূলক উপনিবেশিক ও ধর্মীয় আইন, প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান, যেমন অর্পিত সম্পত্তি আইন, পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন, আদিবাসীদের প্রথাগত সম্পত্তির স্বীকৃতি না থাকা এগুলো ভূমিগ্রাসী স্বার্থন্বেষী মহলের জন্য সহায়ক হয়েছে।

# ভূমিকা

- ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনের মাধ্যমে ভু-সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পর আর কোনো বড় ধরনের ভূমি বা কৃষি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
- প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন দর্শন আর বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার অনুপ্রবেশ এবং দেশের অভ্যন্তরে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী, প্রভাবশালী, ভূমিগ্রাসী মহল তৈরি হয়েছে।যারা নিজেদের অর্থনৈতিক ফায়দা লুটের জন্য রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় ও পেশিশক্তির জোরে এবং প্রচলিত আইনের ফাঁক গলিয়ে সাধারণ, প্রান্তিক মানুষের ভূমি জবরদখল করছে।এবং প্রান্তিক মানুষের নিঃস্বায়নকরণ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করছে।
- কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমান্বয়ে কমে এলেও খাদ্য উৎপাদনের জন্য মোট আয়তনের প্রায় ৬০ শতাংশ জমি আবাদ করতে হয়।
- খাদ্য উৎপাদনে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের যে অভাবনীয় অগ্রগতি তার মূলে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অবদান সর্বাধিক। FAO- এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের খাদ্য চাহিদা ও উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই করে থাকেন ছোট, প্রান্তিক ও পারিবারিক আবাদি কৃষকরা।বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই পরিসংখ্যান কার্যত: FAO- এর তথ্যেরই কাছাকাছি।
- কৃষির উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে যে বহুমুখী বিপ্লব ঘটেছে বলে আমরা বলে থাকি তাতেও শ্রম, মেধা, নিষ্ঠার অবদান এই ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষীদের যার বৃহৎ অংশ নারী এবং কৃষিমজুর হিসেবে শ্রম দেওয়া ভূমিহীন।এটা লক্ষণীয়, গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫০ ভাগ কিংবা তারও বেশি কার্যত: ভূমিহীন, যদিও তারা ভূমিতেই বছরের বেশিরভাগ সময় নিয়োজিত থাকেন।

# নারীর ভূমি- মালিকানা; প্রবেশাধিকার; ও নিয়ন্ত্রণ

ভূমির মালিকানা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয় বরং সামাজিক মূলধন (social capital) হিসেবে কাজ করে যা নারীকে -

- আর্থিক সুরক্ষা, খাদ্য, পানি, আশ্রয় ইত্যাদি সংস্থানগুলো নিশ্চিত করে
- নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতার সম্পর্ক নির্ধারণ করে
- ভূমিতে গ্রামীণ নারীর মালিকানা মাত্র ২-৪ শতাংশ এবং বাকি ৯৬ শতাংশ জমির ব্যক্তি মালিকানা রয়েছে পুরুষের নামে- ড. আবুল বারকাত
- বৈষম্যমূলক ক্ষমতা কাঠামো এবং পিতৃতান্ত্রিকতার কারণেই নারীরা ভূমির মালিকানা পাচ্ছে না

নারীর ভূমি অধিকারের সাথে **শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি** ইত্যাদির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

# ভূমি ও কৃষিতে নারীর অধিকার- নীতিমালা ও আইন বাস্তবায়নে বর্তমান চ্যালেঞ্জ:

- সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হলেও উত্তরাধিকার আইনটি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সার্বজনীন কোনো আইন নেই। এমনকি আদিবাসীদের ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রথাগত নিয়ম অনুসরণ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা সম্পত্তি পায় না।
- ৭২.৬ শতাংশ নারী কৃষিকাজের সাথে জড়িত। অথচ, ভূমিতে তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা নেই এবং কৃষক হিসেবেও তাঁরা স্বীকৃত নয়।
- জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) একটি অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন। এছাড়াও, এসডিজি'র ১৯৯ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৯টি ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ২৪০ টি সূচকের মধ্যে ১২ টি ভূমি ভোগদখলের ক্ষেত্রে জেন্ডার-সমতা বিষয়ের সাথে সরাসরি প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

# নারী ও খাস জমি

- নারী উন্নয়ন নীতিতে বলা হয়েছে অতি দরিদ্রদের দুই তৃতীয়াংশ নারীর অধিকাংশই বিধবা ও পরিত্যক্তা অথবা তালাকপ্রাপ্ত।
- প্রান্তিক, দরিদ্র, ভূমিহীন নারীদের ভূমিতে প্রবেশাধিকারের একমাত্র উপায় খাসজমি। অথচ, খাসজমিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন নীতিমালাটিই বৈষম্যমূলক।
- বাংলাদেশের খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন নীতিমালানুযায়ী ভূমিহীন স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে খাসজমির জন্য আবেদন করতে পারবে;
- স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীর ক্ষেত্রে সক্ষম পুত্রসন্তানসহ আবেদন করার নিয়ম রয়েছে;
- এ সকল নীতিকাঠামো ভূমিতে নারীর পূর্ণ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।আদিবাসীসহ অন্য সকল প্রান্তিক নারীরাও এক্ষেত্রে একইভাবে বঞ্চিত।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী।এ অর্ধেক জনসংখ্যাকে পশ্চাৎপদ রেখে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

# ধর্মীয় সংখ্যালঘু - ভূমি ও মানবাধিকার, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা

- পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর তৎকালীন এক-তৃতীয়াংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশের আওতায় জারীকৃত শত্রুসম্পত্তি আইনকে তারা এক্ষেত্রে ফলপ্রদ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।
- স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে এই শত্রুসম্পত্তিকেই অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
- ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে শতকরা ২৮ ভাগ মানুষ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের।কিন্তু সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে তা নেমে আসে শতকরা ৮ ভাগে।
- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সানের পি.ও ২৯/৭২ জারি করে শত্রুসম্পত্তি দেখভালের ভার ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ হতে বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ ১৯৬৯ সালের এই অধ্যাদেশ বাতিল করলেও একই সাথে Vested and Non-resident property (Administration) Act 1974 (Act XLVI of 1974) নামক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইতিপূর্বে সরকারের কাছে থাকা শত্রুসম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অভিহিত করে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের হাতেই রেখে দেন।

# ধর্মীয় সংখ্যালঘু - ভূমি ও মানবাধিকার, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা

- বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগ একাধিক রায়ে বলেন, *"শত্রুসম্পত্তি আইন একটি মৃত আইন, এর ভিত্তিতে নতুন করে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা বেআইনী।"*
- অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতসহ দেশের প্রথিতযশা গবেষকদের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি ১৯৬৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৭ লক্ষ হিন্দু খানা-র মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু খানা মোট ২৬ লক্ষ একর ভূমি হারিয়েছে আর সেই সাথে হারিয়েছে স্থানান্তরযোগ্য অন্যান্য সম্পদ।
- ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের সর্বশেষ সংশোধনীটি পাস হওয়ার মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তির 'খ' তফসিল বাতিল করা হয়।উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক ৮০% ভুক্তভোগীকে ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই দেবার ব্যবস্থা করা হয়।কিন্তু এতে মাঠ পর্যায়ে পরিস্থিতি যথেষ্ট উন্নতি ঘটেনি।
- বর্তমানে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল থেকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পনের রায় দেয়া হলেও জেলা প্রশাসক তা বাস্তবায়ন করছে না।আইনে এই রায় কার্যকরের জন্য তা ৪৫ দিনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করে কয়েকজন জেলা প্রশাসক এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছে।ফলশ্রুতিতে এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভুক্তভোগীরা আর তার সম্পত্তি ফেরত পাবেন না।এছাড়াও বাতিল হওয়া 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নাম-জারি করতে গেলে 'দখলে নাই', উত্তরাধিকারীদের অনাপত্তি পত্র নেই প্রভৃতি বিভিন্ন অজুহাতে নাম জারি করছে না।

# ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা

- সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটি পরিচিত কৌশল হচ্ছে ফেসবুকে মিথ্যা স্ট্যাটাস দিয়ে ধর্মীয় অবমাননা করা হয়েছে এই অজুহাতে সংখ্যালঘুদের বাড়ী ঘরে হামলা করা, আগুন লাগানো ইত্যাদি।পাবনার সাঁথিয়া (২০১৩ সাল), কক্সবাজারের রামু (২০১২ সাল), ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগর (২০১৬ সাল) সব ক্ষেত্রে একই ধরণের গল্প তৈরীর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

- এ ধরনের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগ, তারা নিরাপরাধী হয়েও লম্বা সময় জেল খেটেছে কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন।নাসিরনগরের রসরাজ, রামু'র উত্তম বড়ুয়া এবং রংপুরের টিটু রায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

- সংখ্যালঘু  নির্যাতনের বেশি ঘটনা ঘটে নির্বাচনকালীন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে।উদাহরণস্বরূপ ১৯৯০-এর অক্টোবরে দেশের গণ-আন্দোলন স্থবির করার উদ্দেশ্য আক্রান্ত হয় সংখ্যালঘুরা; ২০০১-এর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় তখন সিরাজগঞ্জের ও ভোলার পূর্ণিমা-সীমাদের ধর্ষণ পরবর্তী আহাজারি কেউ শোনেননি বা শোনার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

- ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি করা হয়েছিল আমরা ভোটের অধিকার চাইনা আমাদের নিরাপত্তা দিন।অতঃপর ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পরবর্তী হামলার ঘটনাও সুবিদিত।

# ভূমি ও কৃষিতে আদিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতা

- সরকারি হিসেবে দেশে আদিবাসীদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ  বলা হলেও এ সংখ্যা বাস্তবে ৫০ লক্ষ এবং তার দুই-তৃতীয়াংশের বাস সমতলে। বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি নেই এবং তাঁদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের বিষয়টিও স্বীকৃত নয়।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এ আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টির স্বীকৃতি থাকলেও পার্বত্য তিন জেলা বাদে দেশের অন্য অংশে প্রথাগত ভূমি স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনার কোনো আইনগত স্বীকৃতি নেই।আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন নং ১০৭-এ বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও বাংলাদেশের আইনী কাঠামোতে তার প্রতিফলন নেই।

- স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পূর্ণ হলেও দেশের আদিবাসী জনগণের এ বঞ্চনা নিরসনে সমন্বিত নীতি, কর্ম-পরিকল্পনা, কর্মসূচি বা উদ্যোগ কোনোটাই নেই।আদিবাসীদের অনুকূলে উল্লেখযোগ্য যেসব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়নও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নানা কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে কিংবা প্রশাসনের একাংশের স্বদিচ্ছার অভাবে থমকে আছে।১৯৯৭ সালের সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির মূল অংশ ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিতে কার্যত কোনো অগ্রগতি নেই বরং ভূমি বিরোধের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে এবং পরিস্থিতি জটিলতর হচ্ছে।

- ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১-এর সংশোধনী ২০১৬ সালে গৃহীত হলেও বিধিমালার অনুপস্থিতি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লোকবল ও বাজেটের অভাবে কমিশন কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

- পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হলেও পাহাড়ের আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় তার তেমন ভূমিকা নেই।

# ভূমি ও কৃষিতে আদিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতা

- সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সুরক্ষায় ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭ ধারায় বিশেষ বিধানাবলী রয়েছে। এ ধারায় বেদখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারে রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্তব্যের বিধান আছে।
- এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯৭ ধারার উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে ।বে-আইনীভাবে আদিবাসীদের বিপুল পরিমান ভূমি অ-আদিবাসী ব্যক্তিদের দখলে চলে গেলেও নির্বাহী বিভাগ এসব জমি পূনরুদ্ধারের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি।
- সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকা, সংবেদনশীল নীতি ও আইনের অপর্যাপ্ততা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আদিবাসীদের প্রান্তিক অবস্থানের কারণেই মূলত আদিবাসীদের জায়গাজমি থেকে তাদের উচ্ছেদ ও বেদখলের ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে।
- স্থানীয় প্রভাবশালী ছাড়াও সরকার বনায়ন, ইকো-পার্ক, পর্যটন, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রকল্পের নামে আদিবাসীদের ভূমি দখল করে নিচ্ছে।আদিবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে যেসব ভূমির মালিক, সেখানে তাদের মালিকানা অস্বীকার করা হচ্ছে।
- অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তাঁর ‘পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ আনপিপলিং অফ ইন্ডিজিনাস পিপলস: দ্য কেইস অফ বাংলাদেশ' শিরোনামের গবেষণা গ্রন্থে (২০১৬) দেখিয়েছেন, ১৯৫১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬৪ বছরে সমতলের ১০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২ লাখ ২ হাজার ১৬৪ একর জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে, যার দাম প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।একই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন ‘২৭ বছর আগে (১৯৮৯ সালে) পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী মানুষের অনুপাত ছিল ৭৫ শতাংশ, এখন (২০১৬ ) তা ৪৭ শতাংশ।

# সুপারিশমালা

ভূমি ও কৃষিতে সংখ্যালঘু, আদিবাসী এবং প্রান্তিক নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও তাঁদের নিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরতে চাই-

# সুপারিশমালা: নারীর ভূমি অধিকার

- কৃষি খাসজমি বিতরণ নীতিমালায় বিধবা ও একক নারীর জন্য সক্ষম পুত্র সন্তানের শর্ত বাতিল করে কৃষি নির্ভর সকল ভূমিহীন, সমতলের আদিবাসী নারীসহ দরিদ্র অসহায় নারীকে কৃষি খাসজমিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- নারী কৃষকের ভূমিহীনতা বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় (জামানতবিহীন অথবা সহজ শর্তে) কৃষি ব্যাংকসহ সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ / অর্থায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সার্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়ন করে সকল ধর্মের নারীর সম্পদে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- নারী কৃষকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।এবং  বাজার ব্যবস্থায় নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে;
- সিডও পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশমালা আমলে নিয়ে পূর্ণ অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।যেমন: আইন কমিশনের মতামত অনুসারে উদ্যোগ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইসলামিক চিন্তাবিদদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি।

# সুপারিশমালা: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকার

- সকল ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা তদন্ত ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে  জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে এবং কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয় করতে হবে;

- অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত রিট পিটিশন নং ৮৯৩২/২০১১-তে দেয়া উচ্চ আদালতের ৯ দফা নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে;

- যে সকল ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত ভুক্তভোগীদের পক্ষে রায় ও ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা দ্রুত কার্যকর করতে হবে।এ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র মোতাবেক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর জনস্বার্থবিরোধী রিট না করার বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত পরিপত্র জারি করতে হবে;

- অর্পিত সম্পত্তির আওতায় ২০১৩ সালে বাতিল হওয়া ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খাজনা নেবার ক্ষেত্রে তহসিল অফিসের অস্বীকৃতি এবং এসি (ল্যান্ড) অফিসের গড়িমসি ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

# সুপারিশমালা: আদিবাসীদের ভূমি অধিকার

- সরকারের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তাদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে;
- কৃষিজমি, বন, পাহাড় রক্ষা এবং ভূমিতে আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার ভূমি বিরোধের দ্রুত ও কার্যকর নিস্পত্তি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় জনবল এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
- জবরদখল ও উচ্ছেদ থেকে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রক্ষা এবং বন ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সুরক্ষায় আদিবাসী ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।বেদখল হয়ে যাওয়া জমি পুণরুদ্ধার ও প্রকৃত আদিবাসী মালিক বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে ফেরত প্রদানের যে কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতার বিধান রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

# মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ